সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
* সিস্টেম এনালিস্ট
* প্রোগ্রামার (সওজ/বিআরটিএ)
* সহকারী প্রোগ্রামার (বিআরটিসি)
* সঃ মেঃ ইঞ্জিঃ (ডিটিসিএ/সওজ)
নথি নং- ৭০
ডাইরী নং- .....
তারিখ ঃ- ২৫/০৪/২০১৮ স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৭-২০০

তারিখঃ ০৯ বৈশাখ ১৪২৫
২২ এপ্রিল ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dsadmin2@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৩/০৫/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২২/০৪/২০১৮
(মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dsadmin2@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. যুগ্মপ্রধান, প্ল্যানিং সেল, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ জোন
১০. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. এস্টেট ও আইন অফিসার, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
১৩. উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৬. সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৭. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৮. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
২১. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

E:\Documents\Coordination Metting\Forwading.doc

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

মার্চ ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৫ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	**বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা** গত ১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।	গত ১৪ মার্চ ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।	-
২.	**অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:** **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মার্চ'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি**	ক. বিভাগীয় মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি অব্যাহত রাখতে হবে। খ. অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পেন্ডিং মামলাগুলো গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	ফেব্রুয়ারি' ১৭ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মার্চ'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা	মোট	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
				দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৮	-	০৮	০১	-	০১	০৭	
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	-	-	-	-	-	-	-	
বিআরটিএ	১৬	০১	১৭	-	০১	০১	১৬	
বিআরটিসি	৫২	০২	৫৪	০৪	-	০৪	৫০	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	-	-	
							৭৩	

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাস পর্যন্ত ০৮টি মামলা চলমান ছিল। মার্চ ২০১৮ সময়ে ০১টি মামলা নিষ্পত্তি এবং রুজু না হওয়ায় চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৭টি। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জনান ৭টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে ২টি মামলা পিএসসি'র মতামতরে জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৫টি মামলার তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেছে। চলমান মাসিই ৫টি মামলা নিষ্পত্তি হবে। অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার বিভাগীয় মামলার ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম অনুসরণপূর্বক নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভাপতি গুরত্বারোপ করেন এবং প্রেন্ডিং মামলাগুলো গুরুত্বসহকারে দেখার জন্য অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধানদের অনুরোধ করেন।

৩. **আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা**

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মার্চ ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম	গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	মার্চ ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২২টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৪টি দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।						
সওজ	৩১২৯	০৫	৩১৩৪	০৪	০৪	০০	৩১৩০
বিআরটিএ	২২৬	০২	২২৮	০০	০০	০০	২২৮
বিআরটিসি	৮৯	০০	৮৯	০৪	০০	০৪	৮৫
ডিটিসিএ	০১	০০	০১	০০	০০	০০	০১
মোট	৩৪৪৫	০৭	৩৪৫২	০৮	০৪	০৪	৩৪৪৪

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সভায় জানান যে, (১) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। মামলার কার্যক্রম পরিচালনা, ডাটা বেইজ হালনাগাদ ও করনীয় বিষয়ে গত ০১/০৩/২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব এর সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রত্যেক সড়ক বিভাগকে ০১ মাসের মধ্যে এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণকে ৩ মাসের মধ্যে মামলার তথ্য হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া, মামলা সংক্রান্ত সফটওয়ারটি এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্টকে হালনাগাদ করার জন্য ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত ও পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং সে অনুযায়ী অগ্রগতি ফলোআপ করার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(১) ক. মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (১) খ. ০১/০৩/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে এবং অগ্রগতি ফলোআপ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(২) ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) কনটেম্পট মামলা সম্পর্কে সভায় জানান যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ২৪টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্য মাসে নতুন ০১টি মামলা রুজু এবং কোন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ২৫টি। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরকরণসহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। খ. কনটেম্পট মামলার বকেয়া পরিশোধের অর্থ বরাদ্দ চেয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(২) ক. কনটেম্পট মামলাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। খ. বকেয়া সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলার বকেয়া পরিশোধের জন্য অর্থ বরাদ্দ চেয়ে প্রধান প্রকৌশলীকে মন্ত্রণালয়ে এবং মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগে পত্র দিতে হবে।	
	(৩) যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) জানান, প্রশাসনিক ট্রাইবুনালে ১ম শ্রেণির ১১টি (সওজ ০৯টি, বিআরটিএ ০২টি) এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১৫টি (সওজ ১১, বিআরটিএ ০৪টি) মামলা রয়েছে। মামলাগুলো পরিচালনার জন্য আইনজীবীকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মামলার কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।	(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ২৬টি মামলা নিয়মিত Followup করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, আদালতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ২২৬টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মার্চ ২০১৮ মাসে ২টি মামলা হওয়ায় মোট মামলার সংখ্যা ২২৮টি। বিআরটিএ'র চলমান পেন্ডিং মামলা কেস টু কেস Verify করে দেখার জন্য কমিটি কর্তৃক তালিকা প্রস্তুতপূর্বক মতামতের জন্য বিআরটিএ'র বিজ্ঞ আইনজীবীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। আইনজীবীর সাথে যোগযোগ করে প্রতিবেদন প্রেরণ বিষয়টি ত্বরন্বিত করার ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	কেস টু কেস Verify করে আইনজীবীর মতামতসহ প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে অত্র বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, বিআরটিসি'র গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞ আদালতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। মার্চ ২০১৮ মাসে কোন মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০৪টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৮৫টি। বিআরটিসি'র স্বার্থ রক্ষার্থে জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর জায়গা নিয়ে চলমান মামলাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের নিষ্পত্তি কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর জায়গা নিয়ে চলমান মামলাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা পরিচালনার জন্য ডিটিসিএ'র পক্ষে সরকারি আইনজীবীর পাশাপাশি বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের জন্য ১৯/০২/২০১৮ তারিখ পুনরায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	আইন ও বিচার বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৮	৫	৩	-	-	৮	-	৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৮৯	১,১৪৬	৫,৭৩৩	৬১০	-	৭,৪৮৯	১১ (সাঃ) ১০ (অঃ)	৭,৪৬৮
ডিটিসিএ	৩২	২১	১০	১	-	৩২	-	৩২
বিআরটিসি	৩,৭৯৮	২,৫৬৭	১,১৪০	৯১	-	৩,৭৯৮	২৩ (সাঃ) ০২ (অঃ)	৩,৭৭৩
বিআরটিএ	২৬৫	৫০	২১৫	-	-	২৬৫	-	২৬৫
মোট	১১,৫৯২	৩,৭৮৯	৭,১০১	৭০২	-	১১,৫৯২	৪৬	১১,৫৪৬

উপসচিব (অডিট) জানান যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৫৯২। মার্চ ২০১৮ মাসে কোন অডিট আপত্তি অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় এবং ৪৬টি (সওজ অধিদপ্তরের ২১টি এবং বিআরটিসি ২৩টি) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৫৪৬টি (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ০৮, সওজ অধিদপ্তর-৭,৪৬৮, ডিটিসিএ-৩২, বিআরটিসি-৩,৭৭৩ ও বিআরটিএ-২৬৫)।

(ক) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে অডিট আপত্তির সংখ্যার সমন্বয় করার লক্ষ্যে বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৩টি অগ্রিম অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অগ্রিম অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কাজ চলমান রয়েছে।	১. অডিটি আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ৩. দপ্তর/সংস্থার অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অগ্রিম অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)
(খ) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ডাটাবেইজটি হালনাগাদের কাজ শেষ হলে এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হবে।	(খ) দ্রুত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সংশোধিত ডাটাবেইজটির ওপর একটি উপস্থাপনা আয়োজন করতে হবে।	
(ঘ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্যমাসে সওজ অধিদপ্তরের ০২টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ১৮টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১৫টি অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরে ০৫টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ২২টি অনুচ্ছেদ আলোচিত হয় তন্মধ্যে ১৭টি অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। বিআরটিসি'র ০১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৭টি অনুচ্ছেদ আলোচিত হয় তন্মধ্যে ৫টি অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে।ত্রি-পক্ষীয় সভার জন্য বিআরটিএ হতে কোন কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়নি। সভাপতি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখা এবং বিআরটিএ হতে দ্রুত কার্যপত্র প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	(ঘ) ১. দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে। ২. বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	
(ঙ) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) সভাকে জানান. অধিক সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ক্র্যাস প্রোগ্রাম আয়োজনের বিষয়ে মহাপরিচালক পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে সাক্ষাত করা হয়েছে। চলতি মাসের শেষের দিকে একটি ক্র্যাস প্রোগ্রামের আয়োজন করা হবে। এ বিষয়ে সকল সড়ক বিভাগ হতে কার্যপত্র প্রেরণের জন্য সওজ অধিদপ্তর বলা হয়েছে। এছাড়া, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে আপত্তির সংখ্যার যে পার্থক্য রয়েছে এ বিষয়ে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সওজ ও পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সাথে আলোচনা করা হবে।	(ঙ) অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ক্র্যাস প্রোগ্রামের আয়োজন করতে হবে এবং এর ধারাবহিকতা অব্যাবহত রাখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	ফেব্রুয়ারি'১৮ মাস হতে আগত পেন্ডিং কেইস	মার্চ'১৮ মাসে আগত	মোট অনিষ্পন্ন	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১৮	১০	২৮	২	২৬	
বিআরটিসি	৭৮	১৮	৯৬	২	৯৪	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১০০**	২৮	**১২৮**	৪	**১২৪**	

	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ০৪টি। উক্ত ০৪টি অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে ০৩টি, সিভিল আদালত মামলা জনিত কারণে ০১টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বকেয়া বেতন পরিশোধের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ হতে পূর্বের ন্যায় সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। মার্চ ২০১৮ মাসে ৫৫,৫৯,৭৮৩.২৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ক্যাটাগরি ভিত্তিক পেন্ডিং তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।	(খ) ১. বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ হতে পূর্বের ন্যায় সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২. ক্যাটাগরিভিত্তিক পেন্ডিং তালিকা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ) জানান, **খসড়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং পর্যায়ে নথিটি এ বিভাগে ফেরত পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী খসড়া আইনটি সংশোধন/পরিমার্জন করে ২৭/১১/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ০৪/০১/১৮ তারিখে মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং ১৬/০১/২০১৮, ২২/০১/২০১৮, ২৮/০১/২০১৮, ১০/০২/২০১৮ ও ০৬/০৩/২০১৮ তারিখে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং পর্যায়ে রয়েছে।	**খসড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮** এর ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা)
	খ. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ২য় সভা ১৯/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্ব খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ফেরী ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, **ফেরী ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮** প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা গত ১৫/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে ইতোমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফেরী পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই মর্মে কমিটি মনে করে। ফেরী সার্ভিসিংয়ের বিষয়টি ইজারা চুক্তির শর্তের সাথে অন্তর্ভূক্ত রাখার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ফেরী ব্যবস্থাপনা/ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন অননুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থান)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ইজারা মূল্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফেরী সার্ভিসিংয়ের জন্য সংস্থান রাখার জন্যও সভায় মত প্রকাশ করা হয়।	(খ) ফেরী সার্ভিসিংয়ের বিষয়টি ইজারা চুক্তির শর্তের সাথে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং ফেরী সার্ভিসিংয়ের জন্য ইজারা মূল্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	ঘ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, **রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮** বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৮/০৩/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরটিএ'র পরিচালক (প্রশাসন) জানান নীতিমালা অনুযায়ী ২১ এপ্রিল ২০১৮ হতে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(১) নীতিমালা বাস্তবায়নে ২১ এপ্রিল ২০১৮ হতে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ চলছে। গত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারাদেশে মাহসড়কের পার্শ্বে রোপিত কোন্ কোন্ প্রজাতির গাছ মারা গেছে তাঁর তালিকা চেয়ে সকল সড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। তালিকা অনুযায়ী কয়েকটি সড়ক বিভাগের বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপিত হলে প্রধান বৃক্ষপালনবিদের প্রতিবেদনের সাথে সড়ক বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের মধ্যে কয়েকটি সড়ক বিভাগের প্রতিবেদনের ব্যাপক গরমিল দেখা যায়। সভাপতি এ গরমিল যৌক্তিক নয় মর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ গরমিল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে ব্যাখা তলব করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী কে অনুরোধ করা হয়।	(ক) ১. ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত করতে হবে। ২. মহাসড়কের পাশে রোপিত গাছের বিষয়ে বৃক্ষপালনবিদের প্রতিবেদনের সাথে কয়েকটি সড়ক বিভাগের প্রতিবেদনের মধ্যে ব্যাপক গরমিলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীরগণকে কাছে ব্যাখ্যা তলব করতে হবে। ৩. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছ পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (ঢাকা/নরসিংদী/ গাজীপুর)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সংশ্লিষ্ট)
	(খ) মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪-লেন এর মিডিয়ানে বৃক্ষরোপনকরা হয়েছে। ভবিষ্যতে এরুপ কার্যক্রম অব্যবাহ থাকবে।	(খ). মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মাহসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন করতে হবে।	
	(খ) রোপিত তাল গাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। নার্সারীতে উৎপাদিত গাছ যথাসময়ে রোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।	(খ) রোপিত তালগাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। নার্সারীতে উৎপাদিত গাছ যথাসময়ে রোপন করে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ময়মনসিংহ)
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষকে তাগিদ দেয়ার জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন রোপিত গাছের পরিচর্যা করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ রোড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্টকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(গ) সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.	**পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ:** ক. যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) জানান, পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের নীতিমালা হালনাগাদকরণের বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক. সওজ অধিদ্তর হতে প্রাপ্ত পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের নীতিমালা হালনাগাদ করণের প্রস্তাবের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলোর ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা আছে এবং তথ্য এন্ট্রি শেষ হয়েছে। প্রস্তুতকৃত ডাটাবেইজের ওপর একটি উপস্থাপনা আয়োজনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	খ. পরিদর্শন বাংলো/ অফিস কাম পরিদর্শন বাংলোর ডাটাবেইজের ওপর একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	
	গ. ভূমি লীজ/বরাদ্দ/হস্তান্তর চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের ভূমি বিআরটিসি'র সময়মনসিংহ ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ইতিপূর্বে সাময়িকভাবে বরাদ্দকৃত চরঈশ্বরদিয়া মৌজার আরএস দাগ নং-২১১৮, ২১২০ ও ২১৩৪ এর পরিবর্তে চরঈশ্বরদিয়া মৌজার আরএস দাগ নং-৪৫৯২, ৪৫৯৩, ও ৫৩৯৩ এর মধ্যে হতে ০২.৫০ একর সম্পত্তি বরাদ্দ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে সময়মনসিংহ বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য চাহিত ভূমি বিআরটিসি'র অনুকূলে লীজ/বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** সহকারী সচিব (সম্পত্তি) এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠপর্যায়ে সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(খ) ১. প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে ২৩/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি ফলোআপ করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	(খ) ১. খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে ২৩/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি ফলোআপ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/আইন) এবং সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	২. যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর ও জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিবাদ নিরসণকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২৮/০৩/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।	২. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
	(গ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করা জায়গার পরিমাণ এবং উদ্ধারকৃত জায়গা কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও দখলে রাখা হয়েছে তা মাঠপর্যায়ের দপ্তর সমূহের সাথে সমন্বয় করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য প্রত্যেক জোনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮ টি জোনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) এবং অবশিষ্ট রাজশাহী জোনের অন্তর্ভূক্ত নওগাঁ সড়ক বিভাগ ও খুলনা জোনের অধীন যশোর ও সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগের তথ্য পাওয়া গেছে। বাকী তথ্য প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে এস্টেট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, যে ২টি জোনের তথ্যাদি এখনও পাওয়া যায়নি তা দ্রুত এ বিভাগের প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) ১. মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) ২. অবশিষ্ট ২টি জোনের তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান- ক. গত ৪/০৩/২০১৮ তারিখে হতে ০৫/০৩/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগাধীন মধুপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ২৮তম, ২৯তম এবং ৩০তম কিলোমিটারে (মুক্তাগাছা শহর অংশ) বাজার এলাকার সড়কের পার্শ্বে সওজ'র ভূমিতে গড়ে ওঠা অবৈধ ১২০০টি স্থাপনা ভ্রম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ২৫.০০ একর ভূমি দখলমুক্ত করা হয়।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. কল্যাণপুর সড়ক উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে সৃষ্ট মামলা বর্তমানে Stay অবস্থায় আছে। মামলাটি খারিজ করার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি মাসের শেষে এ বিষয়ে সভা হবে। মামলাটি খারিজ হয়ে গেলে উক্ত জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হবে।	(খ) ১. মামলা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং মামলা খারিজ হয়ে গেলে অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণ করতে হবে।	
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান- (ক) গত ০৫/০৩/২০১৮ তারিখ ঢাকা সড়ক জোনের আওতাধীন নরসিংদী সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের ভেলানগর ওভারপাস সংলগ্ন সার্ভিস সড়কের উভয় পার্শ্বে হতে ২৫৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১.৫০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১৫.০০ কোটি টাকার বেশী। -গত ০৭/০৩/২০১৮ তারিখে দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন দিনাজপুর-বিরল-পাকুরা-রাধিকাপুর (বিরল স্থল বন্দর) মহাসড়কের উভয় পার্শ্ব হতে ৩২৫ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ২.২৫ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২.৩০ কোটি টাকার বেশী। -গত ০৮/০৩/২০১৮ তারিখে দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন ফুলবাড়ী বাসষ্ট্যান্ড-দিনাজপুর সরকারী কলেজ (দিনাজপুর শহর বাইপাস) মহাসড়কের উভয় পার্শ্বের ৩৯০ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১.১৫ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৭.১৫ কোটি টাকার বেশী। -গত ১০/০৩/২০১৮ তারিখে পঞ্চগড় সড়ক বিভাগাধীন বোদা-দেবীগঞ্জ-জলঢাকা জেলা মহাসড়কের ২৪তম, ২৫তম ও ২৬তম কিলোমিটারে উভয় পাশের ১৬৫ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১.০০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৮০ লক্ষ কোটি টাকার বেশী। -গত ১৫/০৩/২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) মহাসড়কের (কাঁচপুর) উভয় পাশের সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৪১১ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৩.৫০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৭০ কোটি টাকার বেশী। - গত ১৮/০৩/২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) মহাসড়কের (মদনপুর) উভয় পাশের ৭৯৩ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৫ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৫৫ কোটি টাকার বেশী। -গত ১৯/০৩/২০১৮ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-কুমিল্লা (ময়নামতি)-চট্টগ্রাম-টেকনাফ (এন-১) মহাসড়কের (শিরমাইল) উভয় পাশের ৪৯২ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ২ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৬০ কোটি টাকার বেশী। - গত ২১/০৩/২০১৮ তারিখে নাটোর সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-পাবনা-দাশুরিয়া-নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কের দত্তপাড়া বাজার হতে বরবেলঘরিয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশের সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৩৬৭ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ২০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৪০ কোটি টাকার বেশী। - গত ২২/০৩/২০১৮ তারিখে নাটোর সড়ক বিভাগাধীন নাটোর শহরের প্রধান সড়কের মিডিয়ানসহ পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ এবং ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ উম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পের সড়ক পার্শ্বের সেতু এপ্রোচ সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ২৯৬ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকার বেশী। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২জন কর্মচারীর সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে সরকারী কর্মচারী (শৃখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক সার্কেল, ঢাকাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও মামলার অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জানান, বাগেরহাট জেলার দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা (দ্বিগরাজ) জাতীয় মহাসড়কের ২৩১তম কিলোমিটারে চুলকাঠি বাজার হতে দ্বিগরাজ বাজার পর্যন্ত সওজ এর রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা ১১০টি স্থাপনা ও রাস্তার পাশে রাখা ইট, বালু, পাথর ও কাঠের গুড়ি অপসারণ করা হয়েছে এবং ৫ একর জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ফকিরহাট ও বাগেরহাট সদর উপজেলাধীন খুলনা-মোংলা রোডের কাটাখালী মোড় থেকে সোনাতুনিয়া বাজার পর্যন্ত সওজ এর রাস্তার উভয় পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা ১৩০ টি স্থাপনা ও রাস্তার পাশে রাখা ইট, বালু, পাথর ও কাঠের গুড়ি অপসারন করা হয়েছে।	উচ্ছেদ অভিযানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	চট্টগ্রাম জোন: সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জনান ক. রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের আওতাধীন সকল ভূমি ও স্থাপনার মালিকানার তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, বিভিন্ন এলএ কেসমূলে অধিগ্রহণকৃত জমি ও স্থাপনার ভূমির পরিমাণ ৭১৪.২৩ একর।	(ক) প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম
	(খ) গত ০৭/০৩/২০১৮ তারিখ চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটারে চৌধুরীহাট নামক স্থানে সওজ'র জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা ১০টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে এবং ১০ শতক জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। -গত ২২/০৩/২০১৮ তারিখে চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন বন্দারহাট নং-১, বাসা নং১/৫ হতে অবৈধ বসবাসকারীদের উচ্ছেদ করা হয়। - গত ২৮/০৩/২০১৮ তারিখ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ৩য় কর্ণফুলী (শাহ আমানত) সেতুর চট্টগ্রাম প্রান্তে সেতু সংলগ্ন সড়কের উভয় পার্শ্বে সওজ'র জায়গায় গড়ে ওঠা ৪০টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে এবং ২.০০ একর জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে।	(খ) অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	(গ) সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরে প্রেষণে পদায়নকৃত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিক্ষেত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রদানের নিমিত্ত গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে জানা যায় যে, বিষয়টি শীঘ্রই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	(গ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিক্ষেত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
১০.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসড়কের পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা হতে ৩০৩টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।	ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১১.	**ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধ :** সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুযায়ী সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।	সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১২.	**<u>সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা</u> :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান যে, (ক) সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সকল উইংয়ের সাথে পৃথক পৃথক সভা সম্পন্ন হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের সাথে বিষয়টি একীভূত করে শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে। এ বিষয়ে যথাশীঘ্র একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের সাথে সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজন সংক্রান্ত বিষয়টি একীভূত করে যথাশীঘ্র একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, SASEC Road Connectivity Project-II এর আওতায় ওয়ার্কশপ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি এপ্রিল ২০১৮ মাসের মধ্যে আয়োজনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(খ) এপ্রিল/২০১৮ সময়ের মধ্যে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৩.	**সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:** (ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীনে বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৩০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টি। এর মধ্যে ১৩০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৮৫টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।	(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(খ) ১. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ: মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা: ১৭৩ সার্ভে রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য: মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন: ১২১+৪০ =১৬১; মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনেরর অপেক্ষায়: মোট ১২টি ৮টি গাড়ির সার্ভে রিপোর্ট (পটুয়াখালী সড়ক বিভাগের) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে); সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য প্রধান পকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ: - নিলাম সংক্রান্ত: বিক্রিত: ৯৫টি; বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন: ৬৬	(খ) ১. কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(২) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামে বিদ্যমান গাড়ীসমূহের মধ্যে হতে ২০১৫-১৬ সালে মেরামত অযোগ্য ১৭৩টি গাড়ী অকেজো ঘোষণা করা হয়। তন্মধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬১টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে ৯৫টি বিক্রয় করা হয়েছে এবং ৬৬টির মধ্যে ২৬টি গাড়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ৪০টি গাড়ী বিক্রয়ের জন্য নিলাম আহবান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।		প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(৩) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার জন্য টেকনিক্যাল ডিপিপি প্রস্তুত করে প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) ১. রি-সাইক্লিং যন্ত্র কেনার ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ শেষ করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	২. সওজ অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও রংপুর জোনের আওতাধীন "গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে যন্ত্রপাতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যান্ত্রিক উইং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জোনের আওতাধীন প্রকল্পভূক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত ০৫/০৪/২০১৮ তারিখ দরপত্র খোলা হয়েছে। যার মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	২. ক. আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার বিষয়ে আহবানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। ২. খ. যে সকল জোনের জন্য যন্ত্রপাতি কেনার বিষয়টি প্রকল্পে অন্তভূক্ত করা হয়নি তা দ্রুত প্রকল্পে অন্তভূক্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	৩. সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগসমূহে সচল গাড়ী ও যন্ত্রপাতিসমূহ রাখার জন্য প্রতিটি বিভাগে একটি করে শেড নির্মাণের নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ সচল গাড়ী ও যন্ত্রপাতিসমূহ সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক জোনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	৩. সচল গাড়ী ও সরঞ্জাম রাখার জন্য প্রতিটি সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
	৪. উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরী বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপ বিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপ বিভাগ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ০৯/০৪/২০১৮ তারিখে সওজ অধিদপ্তরে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন), সওজ জানান, তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্যাদি প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	৪. শীঘ্রই চাহিত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব
	খ. বিআরটিএ: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান- (১) বিআরটিএ'র টিওএন্ডইভূক্তকরণে যানবাহন অন্তর্ভূক্তকরণের সম্মতি প্রদানের জন্য গত ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৮/০৪/২০১৭ তারিখে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানায়। চাহিত হালনাগাদ তথ্যাদিসহ স্বয়ং-সম্পূর্ণ জবাব গত ৩১/০১/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ হতে চাওয়া হয়। তথ্যাদি না পাওয়ায় ০৪/০৪/২০১৮ তারিখে তাগিদ দেওয়া হয়েছে।	(১) বিআরটিএ'র রাজস্ব খাতে যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য বিআরটিএ হতে সংগ্রহ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান- (২) ক. গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে।	(২) ক. গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	খ. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার অভিযান শুরুর অর্থাৎ গত ১৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ হতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত এবং পরবর্তী ৩ মাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় প্রতি সপ্তাহে ১ দিন গাড়ীর এঞ্জেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/ খোলার বিষয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে।	খ. পরিকল্পনা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতিমাসে সমন্বয় সভার পূবে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)
১৪.	**ক. সম্পত্তি Software-এ এন্ট্রি সংক্রান্ত :** সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান যে, Software-এ মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে এবং এন্ট্রির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য টেলিফোনে তাগিদ দেয়া হয়েছে।	ক. Software-এ মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট
	খ. বিআরটিসি'র যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার বাস্তবায়ন: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ ডিপোভিত্তিক মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।	খ. যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি এবং অভ্যন্তরীণ মনিটরিং জোরদার করাসহ ডিপোভিত্তিক মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৫.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাব পৃথকভাবে পূরণপূর্বক প্রেরণের জন্য ২৮/০৩/২০১৮ তারখ প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। ০৯/০৪/২০১৮ তারিখ তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি চাহিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। সভায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন), সওজ জানান, তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্যাদি প্রাপ্তির পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	যথাশীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : সিনিয়র সহকারি সচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন শাখা) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কোয়ারী করে এবং কোয়ারীর জবাব প্রেরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর বরাবর ০৯/০৪/২০১৮ তারিখ তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি চাহিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।	সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে জবাব প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গত ১৪/০৩/২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিআরটিএ'র ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
৬.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, (১) ডিএসএল এর পাওনা বাবদ ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের ৩১ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৪৪,০০,০০০/- (ছয় কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকে চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে। পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	(১) ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, প্রগতির পাওনাকৃত অর্থের পরিমান, সুদ ও আসল এর বিষয়ে প্রগতি ও বিআরটিসি'র মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি'র রিপোর্ট ১৫/১১/২০১৭ তারিখে প্রগতির বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করা হয়। ০৩/১২/২০১৭ তারিখে প্রগতির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভার কোনো কার্যাবিবরণী বা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (৩) বিআরটিসি, চেয়ারম্যান জানান, ভলভো বাস নষ্ট হওয়ার কারণ এবং যথাসময়ে মেরামত না করার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিটি'র সকল সদস্য ১২/০২/২০১৮ তারিখে দ্বি-তল বাস ডিপোতে উপস্থিত হয়ে ভলভো বাসগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে প্রতিবেদন তৈরীর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(২) বিআরটিসি'র ক্রয়কৃত বাস বাবদ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর সুদ মওকুফের বিষয়ে প্রগতির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (৩) ভলভো বাস নষ্ট হওয়ার কারণ এবং যথাসময়ে মেরামত না করার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	খ. Rapid Pass: Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা এবং বাস স্টপেজের সন্নিকটে বুথ চালু করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিআরটিসি'র মতিঝিল-নবীনগর রুটে পরিচালিত ১৫ (পনেরো)টি বাসে প্রয়োজনীয় ডিভাইস ও এর আনুসাঙ্গিক উপকরণসমূহ ডিটিসিএ হতে সংগ্রহপূর্বক অতিসত্বর রেপিড পাস সিস্টেম চালু করা হবে। সভাপতি কুড়িল থেকে ভূলতা-গাউছিয়া রুটে চলাচলরত BRTC বাসসমূহে Rapid Pass চালুর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ডিটিসিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, র‍্যাপিড পাস কার্ড ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারের নিমিত্ত- (ক) বিআরটিসি'র আব্দুলাপুর-মতিঝিল রুটে চলাচলরত বাসসমূহে র‍্যাপিড পাস ব্যবহার সংক্রান্ত ষ্টীকার লাগানো হয়েছে। (খ) গুলশান সার্কুলার রুটে চলাচলরত ঢাকা চাকা'র গাড়ী সমূহে এবং র‍্যাপিড পাস ক্রয় ও রিচার্জের জন্য নির্ধারিত বাস স্টপেজগুলোতে যাত্রীসাধারণের জানার জন্য র‍্যাপিড পাস তথ্য সম্বলিত লিফলেট লাগানো হয়েছে। (গ) বিআরটিসি ও ঢাকা চাকা-র বাস স্টপেজে র‍্যাপিড পাস তথ্য সম্বলিত লিফলেট বিলি করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। (ঘ) উন্নয়ন মেলায় ডিটিসিএ অধিভূক্ত জেলাসমূহে র‍্যাপিড পাস এর রেপ্লিকা প্রদর্শনসহ লিফলেট বিলি করা হয়েছে। (ঙ) র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের পরিধি বৃদ্ধির জন্য হাতিরঝিল সার্কুলার রুটে চলাচলকারী বাস ও জলযানে ব্যবহারের বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এর সাথে আলোচনা চলছে। (চ) র‍্যাপিড পাস লোগো সম্বলিত স্টীকার ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। (ছ) ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মাধ্যমে রাস্তায় স্থাপিত স্কীনে প্রচারণার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। (জ) বিজয় স্মরণি হতে ফার্মগেট হয়ে কাওরান বাজার এবং ইন্টারসেকশনে র‍্যাপিড পাস সংক্রান্ত ফেস্টুন লাগানো হয়েছে।	(ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কুড়িল থেকে ভূলতা-গাউছিয়া রুটে চলাচলরত BRTC বাসসমূহে Rapid Pass চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** (১) বিআরটিএ'র ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্যাকেজ-১ (সিভিল ওয়ার্কস অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রিফিকেশন, সেনেটারি, ফায়ার হাইড্রান্ট ও সিসি টিভি সিস্টেম) এর নির্মাণ কাজের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৮৫% এবং বাস্তব কাজের অগ্রগতি ১০০%। (২) প্যাকেজ-৫ (ইনটোরিয়র ডেকোরেশন): ফার্নিচার, কার্পেট ও পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ কাজের দরপত্র মূল্যায়ন অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোজনের জন্য ডেসকো বরাবর আবেদন করা হয়েছে। এখনো সংযোগ পাওয়া যায়নি। (৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধনের লক্ষ্যে সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। সভাপতি উদ্বোধনের বিষয়টি মাথায় রেখে ভবনের অসাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন এবং উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) বিআরটিএ'র ভবন নির্মাণ দ্রুত শেষ করতে হবে। (২) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে উদ্বোধনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। (৩) দ্রুত ভবনের অসামাপ্ত কাজ সমন্ব করে উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ডিটিসিএ: (১) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, গত ০৪/০২/২০১৮ তারিখ হতে সার্ভিস পাইলের কাজ শুরু হয়েছে। ৭৫০ মিলিমিটার ডায়ামিটারের ২০২টি সার্ভিস পাইলের মধ্যে ১৩৬টি এবং ৪৫০ মিলিমিটার ডায়ামিটারের ৪৮টি পাইলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মার্চ ২০১৮ মাসে কাজের অগ্রগতি ৩.৪৯% এবং মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৯.৬৯%। দুইটি রোটারি বোরিং মেশিন দিয়ে বোরিং কাজ চলমান রয়েছে।	(১) নির্ধারিত সময়ে ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, সওজ অধিদপ্তরের ১২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার চাহিদার প্রেক্ষিতে ডিটিসিএ'র অনুকুলে অনুন্নয় খাতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ২য় ও ৩য় কিস্তি অর্থ ছাড়করণের সরকারি মঞ্জুরী পাওয়ায় সওজ অধিদপ্তর-কে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	(২) সওজ অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে হবে।	(ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং)
	গ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান- (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড দেয়ার জন্য ০৪/০৪/২০১৮ তারিখে মাঠপর্যায়ের অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ সড়ক বিভাগ হতে তথ্য পাওয়া যায়। যে সকল সড়ক বিভাগ হতে এখনও তথ্যাদি পাওয়া যায়নি সে সকল সড়ক বিভাগের তথ্যাদি আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) ক. সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিত করতে হবে। নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড দিতে হবে। এ বিষয়ে সড়ক বিভাগ ভিত্তিক একটি প্রতিবেদন আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (১) খ. যে সকল সড়ক বিভাগ হতে এখনও তথ্যাদি পাওয়া যায়নি সে সকল সড়ক বিভাগের তথ্যাদি আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(২) ওভার লোডেড গাড়ির জন্য ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজ সম্পর্কিত জোনভিত্তিক তথ্যাদি অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য মাঠপর্যায়ের জোন অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিধ্বস্ত বেইলী ব্রীজ সম্পর্কিত তথ্যাদি (বিশেষ করে মামলার বিষয়ে) চেয়ে ১৯/০২/২০১৮ তারিখে মাঠপর্যায়ের সকল জোনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর, মাগুরা, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, চাঁদপুর, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, ভোলা, নোয়াখালী, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও পিরোজপুর হতে তথ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পুনরায় একটি তাগিদ পত্র জারী করা হয়েছে। সভাপতি ওভার লোডেড গাড়ির কারণে ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজের জন্য কোন কোন সড়ক বিভাগ মামলা করেছে কি ধরণের মামলা করেছে, কোন কোর্টে মামলা হয়েছে এ বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। এছাড়া মামলার তথ্যাদি ও অবস্থা জানান জন্য মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট কোর্টের PP কে পত্র দেয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	(২) ক. ওভার লোডেড গাড়ির কারণে ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজের জন্য কোন কোন সড়ক বিভাগ মামলা করেছে কি ধরণের মামলা করেছে, কোন কোর্টে মামলা হয়েছে এ বিষয়ে তথ্য আগামী সভার পূর্বে মন্ত্রণালয় প্রেরণ করতে হবে। খ. মামলার তথ্যাদি ও অবস্থা জানান জন্য মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট কোর্টের PP কে পত্র দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (সম্পত্তি)
	ঘ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘ মেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	বিআরটিসি'র সকল ধরণের বকেয়া আদায়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঙ. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: (১) **Annual Performance Agreement (APA) ২০১৬-২০১৭ :** উপসচিব (বাজেট) সভায় জানান, APA'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মসম্পাদন সূচকের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তৃতীয় কোয়ার্টারের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। সভাপতি মার্চ ২০১৮ অগ্রগতির ওপর একটি পর্যালোচনা সভা আহবানের পরামর্শ প্রদান করেন।	এ বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার APA এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আগামী মার্চ ২০১৮ মাসের অগ্রগতি বাস্তবায়নের ওপর একটি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৬-২০১৭ : উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি) জানান যে, NIS কর্ম-পরিকল্পনায় তৃতীয় প্রান্তিকের নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়নকাল শেষ হয়েছে। এ প্রান্তিকের নির্ধারিত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা ০৮/০৩/২০১৮ তারিখ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে ৮৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত নৈতিকতা কমিটির ২৯/০৩/২০১৮ তারিখে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়েছে। বর্তমানে NIS কর্ম-পরিকল্পনার চতুর্থ প্রান্তিকের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।	এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনার তৃতীয় প্রান্তিকের নির্ধারিত কার্যক্রম যথাসময়ে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নে সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (ডিটিসিএ)
	(৩) Grivance Redress System - GRS : অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জানান, মার্চ/২০১৮ মাসে এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ০৯টি এবং সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্টের ই-মেইলে ০১টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। মোট ১০টি অভিযোগের মধ্যে ০৮টি অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট (১০-৮)-০২টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি সওজ অধিদপ্তর এবং ০১টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। ০২টি অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত সংশোধিত ছকে অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত মার্চ/২০১৮ মাসের তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।	ক. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিস্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। খ. অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ. প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দাখিল করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট
	(৪) Integrated Budget Accounting System (IBAS^{++}) : উপসচিব (বাজেট) জানান, অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক iBAS^{++} বাজেট বাস্তবায়ন প্রকল্পভিত্তিক User ID ও Password ইস্যুর লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। আপাতত: **iBAS++** কার্যক্রমে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছেনা।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরার্শ অনুযায়ী iBAS++ এ বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/ উন্নয়ন) ও সকল সংস্থা প্রধান/উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Sevrice Innovation: Public Sevrice Innovation বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট ও অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) পরবর্তী সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	Public Sevrice Innovation বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট পরবর্তী সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	(৬) **সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত:** ক. প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এবং জুন মাসে এক্সেললোড কন্ট্রোল বিষয়ে পৃথকভাবে দুটি সভা করা হবে। ইতোমধ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, ঢাকা এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে একটি সভা/সেমিনার আয়োজনের জন্য পরিচালক, সড়ক গবেষণাগার, মিরপুর, ঢাকাকে ও রোড সেফটি বিষয়ে একটি সভা/সেমিনার আয়োজনার আয়োজনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রোড ডিজাইন এন্ড সেফটি সার্কেল, ঢাকাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদ্বয় উক্ত সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সওজ বাহির্ভূত বিশেষজ্ঞগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। খ. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, রোড সেফটি বিষয়ে মে/২০১৮ সময়ের মধ্যে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করা হবে।	ক. সড়ক/মহসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এপ্রিল/২০১৮ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল বিষয়ে জুন/২০১৮ সময়ে পৃথক ২টি কর্মশালা/ সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করতে হবে। খ. রোড সেফটি বিষয়ে মে/২০১৮ সময়ের মধ্যে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বা ায়নকারী
	৭. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: সভাপতি প্রতিটি সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত ইনডেক্স (Index) তৈরির জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	গ. প্রতিটি সড়ক/ মহাসড়কের Index তৈরি করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব